OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 924 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 924 - 932
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক রানীর গৌরবগাথা — নানাঘাট প্রশস্তি

ভবেশ মণ্ডল
সহকারি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
বঙ্কিম সর্দার কলেজ
Email ID : bssbjrp@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Nānāghāta praśasti, Andhrabhṛtya, Rājasūya, Aśbamēdha, Atirātra, Gabāyamana, Nayanika, Goutami.

Abstract
Nayanika was the first historical woman ruler in the history of ancient India. She was the wife of third Satavahana king Satakarni - I. After the death of her husband, Satakarni - I, she ruled as the guardian of her minor son. She was the first Indian woman to grace the currency of her realm alongside her consort that circulated throughout the land. She commissioned Nana-ghat inscription which is the oldest and most historically significant source for Satvahana kingdom. Her story serves as an eternal source of inspiration and reminds of the pivotal role played by woman in shaping the destiny of the Deccan civilizations. In Indian history many legendary women, like Rani Rudrama, Razia Sultana, Durgavati, Laksmi Bai, have gained immense popularity but we have heard little about Nayanika's era. Therefor it is necessary to find out the history of the queen Nayanika's realm.

Discussion

খ্রিস্টপূর্ব সময়কাল থেকে দক্ষিণ ভারতে আঞ্চলিক রাজন্যবর্গের কার্যকলাপের বহু পাথুরে সাক্ষ্য রয়েছে। যার অন্যতম দৃষ্টান্ত সাতবাহন লেখমালা। যেখানে রানী নাগনিকা/ নাগন্নিকার (সংস্কৃত নায়নিকা) নানাঘাট প্রশস্তি এবং রাণী গৌতমীর নাসিক প্রশস্তি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। নায়নিকা ছিলেন প্রথম ভারতীয় নারী শাসক। তিনি শিলালেখ উৎকীর্ণ করার যে দৃষ্টান্ত গড়েছিলেন পরবর্তীতে সেই ধারা অনুসরণ করতে দেখা যায় রানী গৌতমীকে। অবশ্য দুই রানীর লেখমালায় রয়েছে সাতবাহন শাসককুলের গৌরবগাথা। যেখান থেকে সাতবাহন শাসনব্যবস্থা এবং সাতবাহন শাসককুলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকের খোঁজ মেলে।

পুরাণে সাতবাহনদের ‘অন্ধ্রভৃত্য’ বলা হয়েছে যারা কাণ্ব বংশের পর ক্ষমতায় এসেছিল।[১] খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে এই অন্ধ্র বা অন্ধ্রভৃত্যদের নেতৃস্থানীয় সিমুক (শ্রীমুখ/ পুরাণের শিশুক) দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[২] এর অভিলেখগত এবং মুদ্রাগত সাক্ষ্য রয়েছে। অবশ্য সাতবাহনদের রাজত্বকাল এবং আদি বাসস্থান নিয়ে বিতর্ক আছে। কারণ ঠিক কোন সময় এই বংশ ক্ষমতায় এসেছিল, সে বিষয়ে পুরাণ এবং অভিলেখের সাক্ষ্যে বিরোধ রয়েছে। যেমন, বায়ুপুরাণে ১৭-১৯ জন অন্ধ্র রাজার নাম থাকলেও, এই বংশের ৩০ জন রাজা রাজত্ব করেন বলা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর বায়ুপুরাণের সাক্ষ্য থেকে মনে করেন সাতবাহনরা ২৭২ বছর রাজত্ব করেছিল। কিন্তু মৎস্যপুরাণের তথ্যে রয়েছে সাতবাহনরা ৪১২-৪৬০ বছর রাজত্ব করেছিল।[৩] সাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল গোদাবরী উপত্যকায় তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, উত্তর কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ ও সৌরাষ্ট্রের কিছু অংশ।

খারবেলের হাতিগুম্ফা লেখে থাকা সাতকর্ণি ছিলেন সাতবাহন রাজা প্রথম সাতকর্ণি, যিনি সাতবাহন বংশের তৃতীয় শাসক।[৪] খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক নাগাদ তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন, অর্থাৎ অশোকের উত্তরকালের শাসক ছিলেন তিনি। প্রথম সাতকর্ণির নয় বছরের রাজত্বকাল সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় রানী নায়নিকায় নানেঘাট/ নানাঘাট (আক্ষরিকভাবে নানে অর্থ 'মুদ্রা' এবং ঘাট অর্থ 'পাস) শিলালিপি থেকে।[৫] তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল প্রথম সাতকর্নীর মৃত্যুর পর তাঁদের নাবালক পুত্র দ্বিতীয় সাতকর্নী রাজা হলে নায়নিকাই সাতবাহন রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন। যা ভারতের ইতিহাসে এক দৃষ্টান্ত হয়ে রয়ে গেছে। নায়নিকা নর্মদার দক্ষিণে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শাসন করেছিলেন, ঐতিহ্যগতভাবে যা দক্ষিণপথ নামে পরিচিত। এই দক্ষিনী রানীর জন্ম কিন্তু শক্তিশালী অঙ্গিয় (অম্বিয়) পরিবারে যাদের মহারথী/ মহারঠি (সমস্ত যুদ্ধ এবং অস্ত্রের উপর যাদের দক্ষতা) বলা হত।

নানাঘাট লিপি যেমন সাতবাহন বংশের কথা জানায়, তেমন তা রানী নায়নিকার গৌরবগাথাও বটে। নায়নিকা ভারতের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি একটি রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর লেখে প্রমাণ করে তিনি শিক্ষিত ছিলেন এবং রাজ্য পরিচালনায় দক্ষ ছিলেন। সাতকর্ণীর জীবদ্দশায় নায়নিকা সম্ভবত শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন, অন্যথায় স্বামীর মৃত্যুর পর অভিজ্ঞতা ছাড়া সাম্রাজ্যের একক দায়িত্ব পরিচালনা সম্ভব হত না। জুন্নারের কাছে সাতকর্ণি ও নায়নিকার নামাঙ্কিত একটি রৌপ্য মুদ্রাও পাওয়া গেছে। প্রাচীন ইতিহাসে প্রায় দেখাই যায় না যে রাজপরিবারের মহিলারা প্রস্তরলিপি উৎকীর্ণ করছেন, প্রকাশ্যে বিবৃতি দিচ্ছেন, মুদ্রায় নিজের নাম উল্লেখ করছেন। অথচ দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজত্বকালে এটি প্রথম দেখা গেল রাণী নায়নিকার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। অবশ্য, কেবল নায়নিকা নয়, মাতা গৌতমী বলশ্রীও পুত্রের প্রশস্তিসূচক লেখ উৎকীর্ণ করেছেন, প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছেন। যা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক অভিনব দৃষ্টান্ত। এখন প্রশ্ন হল সাতবাহন বংশের এসকল নারী শাসকের লেখ উৎকীর্ণ করার দরকার হল কেন? এমনকি সাতবাহন বংশের বেশ কয়েকজন রাজাও তাঁদের মায়েদের নাম নিজেদের আনুষ্ঠানিক নামের সাথে যোগ করেছিলেন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী, যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী ছিলেন এসবেরই দৃষ্টান্ত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এসব করার দরকার হল কেন? বিষয়টি চর্চা সাপেক্ষ।

সমসাময়িক ভারতে বিবাহের একটি আদর্শ ছিল যে, নব-বিবাহিতা স্ত্রী তার পিতামাতাকে ছেড়ে চলে যাবে স্বামীর পরিবারে এবং স্বামীর পরিবারের অংশ হয়ে পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করবে। যথারীতি নিজের জন্ম-পরিবারের অংশ হিসাবে থাকা পরিচয়টি বদলে যাবে এবং তাঁর ছেলে মেয়েরা বাবার শেষ নাম (পদবী) ব্যবহার করবে। অথচ সাতবাহন রাজবংশে আমরা আলাদা কিছু দেখলাম, রাজার ছেলেরা তাদের পিতার নাম নয়, মায়ের নাম গ্রহণ করেছে। এর একটা নিশ্চিত কারণ তাদের মায়েরা ধনী ও শক্তিশালী পরিবার থেকে এসেছিলেন এবং যুবরাজেরা পিতার কাছ থেকে নয়, মাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজ্য লাভ করতেন। আরেকটি কারণ সাতবাহন রাজপুত্ররা নিজেদেরকে উচ্চশ্রেণীর গোত্রের বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ মহিলাদের পুত্র হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছিলেন, যেমন - গৌতম গোত্র, এই নামের কিংবদন্তি ব্রাহ্মণ ঋষি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।[৬] অবশ্য এটিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে সেকালে দাক্ষিণাত্যে উত্তরাধিকার কাজ করেছিল—কেবল পুরুষতান্ত্রিক নয়, মাতৃতান্ত্রিক হিসাবেও। রানী গৌতমীর থেকে এই পর্বটির শুরু। গৌতমীর পুত্র এসময় নিজেকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী হিসাবে পরিচিতি দিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে গর্বিত ছিলেন বলেই বোধ হয়। সাতবাহনদের তিন আদিপুরুষের নামের সঙ্গে মাতৃনাম যুক্ত ছিল না, তাঁরা সিমুক, কৃষ্ণ এবং প্রথম সাতকর্নী বলেই উল্লেখিত। একারণে মনে হতে পারে সাতবাহন বংশে পরবর্তীকালে মাতৃতন্ত্র প্রচলিত হয়। এক্ষেত্রে রামশরণ শর্মা মুদ্রাগত তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন দাক্ষিণাত্যে আগে থেকেই সাতবাহনদের মধ্যে মাতৃতন্ত্র চালু ছিল।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় প্রশ্নে, নায়নিকা এবং গৌতমী কেন প্রস্তরলিপি উৎকীর্ণ করলেন, প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেন? তাঁরা যে কথাগুলো বলেছেন সে কথাগুলোর তাৎপর্যই বা কী? আধুনিক সরকারি বিজ্ঞাপনের মতো, এই রাজকীয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 924 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাতবাহন মহিষীদের শিলালিপিগুলি ছিল প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্ম এবং আদর্শের মোড়কে প্রজাবর্গকে নিজেদের অনুকূলে রাখা বা মোহিত করার চতুর পন্থা। তাঁদের লেখের বক্তব্যের অর্থটা অনেকটা এরকম— দেখুন আমরা কতটা আদর্শ; আমরা কতটা রাজকীয় হওয়ার যোগ্য; আমাদের আদেশ কতটা মেনে চলার প্রয়োজন আছে ইত্যাদি। বোঝাই যাচ্ছে নতুন সাতবাহন শাসকেরা কেবলমাত্র সাতবাহন রাজপরিবার নয়, রাণীরা যে সমস্ত পরিবার থেকে এসেছেন তাদেরও জনপ্রিয় করার আপ্রান চেষ্টা করেছে প্রশস্তিসূচক প্রজ্ঞাপণগুলোর মাধ্যমে। রাজা ও উপ-রাজারা বিজয়ের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং জনগণকে কর দিতে বাধ্য করেছেন। আর রাণীরা এমন কাজ করলেন যাতে তাঁদের বিজয়ের প্রতি জনপ্রিয় সমর্থন নিশ্চিত থাকে। আরেকটি বিষয় হল দাক্ষিনাত্যের যে অংশে সাতবাহনরা নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন তা ছিল মিশ্র জনসংখ্যা ও জাতিসত্তার জায়গা। এমন নানা ধারার জাতিসত্তার শ্রদ্ধা ও অনুমোদন লাভের জন্য উদীয়মান সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্য থেকে এমন বিবৃতির প্রয়োজন ছিল।

নায়নিকার নানাঘাট লেখে থেকে জানা যাচ্ছে সাতকর্ণি এবং নয়নিকা রাজসূয় এবং অশ্বমেধ সহ প্রায় ২০টির অধিক যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞ উপলক্ষে দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল দুগ্ধ-গরু, হাতি, ঘোড়া, বংশযষ্টি, রৌপ্যকুম্ভী (রূপার জলপাত্র), রৌপ্যালংকার, সুবর্ণালংকার, কার্ষাপণ, গ্রাম, রথ, পোশাক ইত্যাদি। প্রপর্সক বা যজ্ঞ দর্শকাদিগের দেওয়া হয়েছিল কার্ষাপণ মুদ্রা, পশুদের বড় দান ছাড়াও, শকট, পোশাক ইত্যাদি। লেখে থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে নায়নিকা নিজে যজ্ঞে উৎসর্গ করতেন, অথচ এই আচার সচরাচর নারীদের দ্বারা সম্পাদিত হত না। নায়নিকাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তিনি কার্যকরভাবে ছেলের অভিভাবক হিসেবে শাসন পরিচালনা করছিলেন বলেই। যাইহোক নায়নিকার নানাঘাট প্রশস্তি থেকে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অংশের তৎকালীন ধর্মবিশ্বাস কিছুটা বোঝা যায়।

সাতবাহন শাসককূল যে বৈদিক ধর্মকে নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করতেন তার স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে নানাঘাট প্রশস্তিতে। এখানে দেখা যাচ্ছে সাতবাহনরাজ প্রথম সাতকর্ণির পত্নী ও রাজমাতা নায়নিকা নানা বৈদিক যজ্ঞ করেছেন এবং বেদের নির্দেশ মতো সবকিছু সম্পন্ন করেছেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে সেস্থানে সেসময় ব্রাহ্মণ্য সমাজ বলবৎ ছিল। অভিলেখের একেবারে শুরুতেই রানী নায়নিকা ধর্ম, ইন্দ্র, সংকর্ষণ, বাসুদেব, চন্দ্র-সূর্য ও চার লোকপাল যম-বরুণ-কুবের-বাসবের প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন করেছেন (*'[সিধং]...নো ধংমস নমো ঈদস নমো সংকংসন-বাসুদেবানং চংদ-সূরানং [মহি] মা [ব]তানং চতুং নং চং লোকপালানং যম-বরুন-কুবের-বাসবানং নমো (।।*)*)।[৭] যা থেকে বৈদিক ধর্মের প্রতি তাঁদের আস্থা ও আনুত্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। নায়নিকার নিজের পরিচয় দেবার ক্রমটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে পুত্রবধূ রূপে, তারপর কন্যা রূপে, তারপর পত্নী এবং শেষে জননী রূপে (*'কুমারবরস [বেদি] সিরিস র [এঞো]...বীরস সূরস অ-প্রতিহত-চকস দখি [নপ*] ঠ-পতিনো*...[মা]...[বালা*]য মহারঠিনো অংগিয-কুল-বধনস সগর-গিরিবর-বল[যা]য পথবিয পথম বীরস বস য ব অলহ ষংতঠ?)... সলসু মহতো মহ...সিরিস...ভারিয়া(য*) দেবস পুতদস বরদস কামদস ধনদস [বেদি] সিরি-মাতু(য*) সতিনো সিরিমতস চ মাতু[য]সীম..*)।[৮] পরিচয় পর্বে শ্বশুরকুল, পিতৃকুল এবং পুত্রদের এই সাড়ম্বর উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে রাজনৈতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে নায়নিকা তাঁর সমুন্নত গৌরব ঘোষণা করতে চেয়েছেন। এখানেই রানী নায়নিকা থেমে যাননি, এরপর তিনি নিজস্ব চরিত্রগত গুণ উল্লেখ করেছেন; নাগবরদায়িনী, মাসোপবাসিনী অর্থাৎ একমাস ধরে উপবাস পালন করেন, গৃহে তপস্যার তুল্য কৃচ্ছ্রসাধন করেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন, দীক্ষা, ব্রত ও যজ্ঞে নিপুণা ইত্যাদি (*'...[না] গবর-দযিনিয মাসোপবাসিনিয গহ-তাপসায চরিত-ব্রম্হচরিয়ায দিখ-ব্রত-যংঞ-সংডায যঞা হুতা ধূপন-সুগংধা য নিয...*)।[৯] এসকল কারণে নানাঘাট প্রশস্তিকে রানী নায়নিকার গৌরবগাথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করি।

নানাঘাট লিপিতে স্পষ্টত উল্লেখ রয়েছে যজ্ঞের পুরোহিতবর্গের পাশাপাশি প্রপর্ষক বা দর্শকাদিদেরও দান দেওয়া হয়েছে। এসব কী কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই করা হল? এখানে যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল নানা ধরণের যজ্ঞের কথা রয়েছে; রাজসূয় (**'রাজ [সূযো যংঞো** *]...সকটং...ধংঞগিরি-তংস-পযুতং ১ সপটো ১ অসো ১ অস-রথো ১ গাবীনং ১০০।'), অশ্বমেধ (**'অসমেধো যংঞো** বিনিযো [যি*] ঠো দখিনাযো [দি]না অসো রুপালং[কা]রো ১ সুবংন...নি ১০ (+*)২ দখিনা দিনা কাহাপনা ১০০০০ (+*) ৪০০০ গামো ১ [হঠি]...[দখি]না দি [না]...গাবো...সকটং ধংঞগিরি-তস-পযুতং ১'), অতিরাত্র (**'সতরস...**১০ (+*)৭ অচ...ন...লয...পসপকো দি[নো]...[দখি] না দিনা সু...পীনি ১০(+*) ৩ অ(?)সো রুপ[আলং]কারো ১

দখিনা কাহাপ[না] ১০০০০...২....গাবো ২০০০০ [।*] **[ভগল]-দসরতো** যংও যি[ঠো] [দক্ষিনা] [দি]না [গাবো] ১০০০০। **গর্গতিরতো যঞো** যিঠো [দখিনা]...পসপকো পটা ৩০০।'), গবাযমন (**গবাময়নং যংঞো** যিঠো [দখিনা দিনা] গাবো ১০০০ (+*) ১০০।...গাবো ১০০০ (+*) ১০০(?) পসপকো কাহাপনা...পটা ১০০') ইত্যাদি।[১০] তখনকার দিনে রাজা বা শাসকেরা যজ্ঞ করবেন এটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তৃতীয় সাতবাহন রাজা কিংবা তাঁর পরিবারকে এতগুলো যজ্ঞ করতে হল কেন? আমরা জানি কোনও কাজ উদ্দেশ্য ব্যতীত হতে পারে না। অন্ততপক্ষে এটুকু বোঝা যাচ্ছে এখানে যে যজ্ঞগুলির নাম রয়েছে তার কোনওটি রাজক্ষমতার প্রকাশে, কোনওটি প্রজাকল্যানের অছিলায়, কোনওটি রাজপরিবারের শান্তি-সমৃদ্ধি কিংবা মোক্ষলাভের ভাবনায় করা হয়েছে। তখনকার দিনে এগুলোই ছিল শাসকের কাজকর্মের প্রচার কিংবা জাহিরের প্রধানতম পন্থা। নায়নিকার এই লেখে থেকে সাতবাহন শাসকের বৈদিক ধর্মে আস্থাশীল থাকার কথাই উঠে আসে। অবশ্য হতে পারে সাতকর্ণীর মৃত্যুর পর রাজ্ঞী নায়নিকা অনেক বেশি ধর্মপ্রানা হয়ে পড়েছিলেন এবং এজন্য উপবাস কিংবা কৃচ্ছ্রসাধন করতেন যার সদর্প উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে লেখেয়। অন্যদিকে গৌতমী বলশ্রীর নাসিক লিপিতে তপস্বী, সন্ন্যাসী ভিক্ষুদের দানের কথা রয়েছে। ভুমিদান করা হয়েছে বৌদ্ধ মঠকে (*'সেনাযে [বে]জয়ং[তি]যে বিজয়-স্থাবারা [গো]বধনস বেনাকটক-স্বামি গোতমি-পুতো সিরি-সদকনি...পবজিতান তেকিরসিন বিতরাম'/পবজিতান ভিখুনং তেরণ্হুকানং দদ[ম]'*)।[১১] একারণে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে সাতবাহনরা সর্বদা হিন্দু ছিলেন। তাঁরা যেমন যজ্ঞ করেছিলেন, তেমন তাঁরা বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে এটুকু বলা যায়, অন্যান্য ভারতীয় রাজার মতো, ধর্ম ছিল সাতবাহন শাসককুলের কাছে রাজনীতি ও রাষ্ট্রের হাতিয়ার। নায়নিকার নানাঘাট শিলালিপির (*"নানাঘাট কেভ ইনস্ক্রিপশন অফ নাগনিকা")* মূল প্রাকৃত অংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ—

[সিদ্ধম্।।

ধর্মদেবকে নমস্কার, ইন্দ্রদেবকে নমস্কার, সংকর্ষণদেবকে নমস্কার[১২], বাসুদেবকে[১৩] নমস্কার, চন্দ্র-সূর্য ও চার লোকপাল[১৪] যম-বরুণ-কুবের-বাসবের প্রতি নমস্কার। অপ্রতিদ্বন্দী বীর দক্ষিণাপথপতির (সিমুক)[১৫] পুত্রবধূ, অঙ্গিক-কুল-বর্ধন[১৬] মহারথীর[১৭] কন্যা, সাগর-গিরি-সমেত পৃথিবীর প্রথম বীরের[১৮] পত্নী, পূর্তকর্মকারী[১৯] বরদায়ী কামদায়ী ধনদায়ী দেব কুমারবর বেদিশ্রীর[২০] জননী ও শক্তিশ্রীরও জননী (নাগন্নিকা)[২১]। তিনি নাগবরদায়িনী[২২], মাসোপবাসিনী[২৩], গৃহে তপস্যার তুল্য কৃচ্ছসাধনকারিনী, ব্রহ্মচর্য পালনকারিণী, দীক্ষা, ব্রত ও যজ্ঞে নিপুণা।[২৪] এই রাজ্ঞী ধূপ ইত্যাদি সুগন্ধ দ্রব্যের আহুতি সমন্বিত বহু যজ্ঞে স্বামী সাতকর্ণির সঙ্গে আহুতি দিয়েছেন। (সেই সব যজ্ঞের) বর্ণনাও (প্রাকৃত বনো) দেওয়া হল। **অগ্ন্যাধেয়**[২৫] যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১২টি গরু এবং ১টি ঘোড়া। **অনালম্ভনীয়**[২৬]/ অন্বারম্ভণীয় যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল দুগ্ধ-গরু... ১১০০/১৭০০ গরু, ১০টি হাতি, ১৮৬ বংশযষ্টি, ১৭টি রৌপ্যকুম্ভী (রূপার জলপাত্র)...**রিকা** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১১০০০টি গরু, ১০০০টি ঘোড়া, প্রপর্সক বা যজ্ঞ দর্শকাদিগের দেওয়া হয়েছিল ১২টি চমৎকার গ্রাম (গ্রামবর), দক্ষিণা ২৪,৪০০টি কার্ষাপণ, (উপহার) দর্শকদিগের ৬০০০টি কার্ষাপণ। **রাজসূয়**[২৭] যজ্ঞ...বিশাল ধান্যস্তপের (শস্যের পাহাড়) বহন ও মোচনের জন্য ১টি শকট (গরুর গাড়ি), ১টি সত্পট্ট, ১টি ঘোড়া, ১টি ঘোড়ার রথ, ১০০টি গাভী। দ্বিতীয় **অশ্বমেধ**[২৮] যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১টি ঘোড়া, ১টি রৌপ্যালংকার, ১২টি সুবর্ণালংকার, ১৪০০০টি কার্ষাপণ, ১টি গ্রাম, ১টি হস্তী...? **যজ্ঞ** দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল গরু, বিশাল ধান্যস্তপসহ (শস্যের পাহাড়) শকট (গরুর গাড়ি)। **বায** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১৭টি দুগ্ধগরু (ধেনু)...**সপ্তদশাতিরাত্র**[২৯] যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১৭টি...?...প্রপর্সক বা যজ্ঞ দর্শকাদিগের... ১৩টি...?...১টি ঘোড়া, ১টি রৌপ্যালংকার, ১০০০০টি কার্ষাপণ, ২০০০০টি গরু। **ভগাল দশরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১০০০০টি গরু। **গর্গতিরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১১০০টি গরু, প্রপর্সক বা যজ্ঞ দর্শকাদিগের কার্ষাপণ ও ৩০০টি পট্ট। **গবাময়ন**[৩০] যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১১০০টি গরু, প্রপর্সক বা যজ্ঞ দর্শকাদিগের কার্ষাপণ ও ১০০টি পট্ট। **আপ্তোর্যাম**[৩১] যজ্ঞ...**গবাময়ন** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১১০০টি গরু। **অঙ্গিরসাময়ন** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১১০০টি গরু। **ত্রয়োদশরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১১০০টি গরু। **শতাতিরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১০০?। (?) যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১১০০টি গরু। **আঙ্গিরসাতিরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল (?)গরু... ১০০২টি গরু। **ছন্দোমপবমানাতিরাত্র**[৩২] যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১০০০টি গরু। **আঙ্গিরসাতিরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল(?)।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 924 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

...**রাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল(?)।... **রাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল(?)।...**(?)** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১০০০টি গরু। ... (?) যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল (?) গরু। **অঙ্গিরসামযন**[৩৩] ষড়বর্ষ যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১০০০টি গরু। ...(?) যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১০০০টি গরু। **ত্রয়োদশরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল(?)। **দশরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১০,০০০টি গরু।... যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল...দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল।

আরও একটি লেখ রয়েছে যেটি *"নায়নিকার নানাঘাট কেভ ফিগার-লেভেল ইনস্ক্রিপশনস্"* নামে দীনেশচন্দ্র সরকারের সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৪] যার মূল প্রাকৃত অংশের বঙ্গাক্ষরিত রূপ— *'রায়া সিমুক-সাতবাহ...নো সিরিমাতো...দেবি-নায়নিকায রনো...চ সিরি-সাতকনিনো...কুমারো ভা...য...মহারঠি ত্রনকযিরো...কুমরো হকুসিরি...কুমরো সাতবাহানো'*— এই লিপিতে স্পষ্টত উল্লেখ রয়েছে সিমুক কিংবা সাতকর্ণী পরিবারের রাণী ছিলের নায়নিকা। যিনি ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক নারী শাসক, যিনি স্বগর্বে নিজের পুরো শাসনকাল অতিবাহিত করেছেন। পরবর্তী লেখেগুলিতে তাঁর প্রতি কারও বিরূপ মনোভাবের কথা পাওয়া যায় না। নায়নিকাকে সিংহাসন থেকে অপসারণ হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও নেই কোথাও। থাকলে নিশ্চিতরূপে পরবর্তীকালের গৌতমী বলশ্রীর প্রশস্তি থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যেত। তাই খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতকে তাঁর শাসনকাল[৩৫] কেবল সাতবাহন ইতিহাসে নয়, সমগ্র ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের এক গৌরবের অধ্যায় বলা চলে।

Reference:

১. রায়চৌধুরী, হেমচন্দ্র, *পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া,* ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা, ১৯২৭, পৃ. ২৫৬ - ৭

২. মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রত্নস্থল নেভাসায় উৎখননের চতুর্থ সাংস্কৃতিক স্তরের একেবারে উপর দিকে বা শেষ পর্যায়ে পাওয়া মুদ্রায় সাতবাহন নামে রাজার নাম আছে। এই স্তর পুরাতাত্ত্বিক বিচারে প্রথম খ্রিস্টাব্দের আগের হতে পারে না। তার অর্থ সেখানে পাওয়া তৈজসাদি ও প্রত্নবস্তু খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে বা বড়জোর ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তৈরি। তাই ঐ মুদ্রায় উল্লিখিত সাতবাহন ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক সাতবাহন বা কুমার সাতবাহন হওয়া সম্ভব। পুরাণে সিমুক এই বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা। সেক্ষেত্রে সব সাক্ষ্য বিচার করে এই বংশের উৎপত্তি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকেই ধরা যুক্তিযুক্ত। — শিণ্ডে, বসন্ত অ্যান্ড আদার্স, 'এ রিপোর্ট অন দ্য রিসেন্ট আর্কিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস্ অ্যাট জুনার, মহারাষ্ট্র (২০০৫-২০০২৭)', *বুলেটিন অফ দ্য ডেকান কলেজ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট,* ভলিয়্যুম ৬৬ - ৬৭, ২০০৬ - ২০০৭, পৃ. ১২২ - ৩২ ও ১৪৯

৩. সাতবাহনদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল অর্থাৎ তাঁরা কোথা থেকে এই অঞ্চলে এসেছিলেন তা নিয়েও বিতর্ক আছে। পুরাণের অন্ধ্র/ অন্ধ্রভৃত্য নাম থেকে অনেকেই মনে করেন এই রাজবংশের আদি বাসভূমি ছিল দাক্ষিণাত্যের পূর্বাংশে। কিন্তু ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এই বংশের শ্রেষ্ঠ পরাক্রান্ত শাসক গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির আগে ঐ অঞ্চলে সাতবাহনদের উপস্থিতি প্রমাণ করা কঠিন। খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকে কর্ণাটকের বেলারি জেলায় লব্ধ অভিলেখে সাতবাহনী আহার (জেলা) শব্দ থাকায় সাতবাহনেরা কর্ণাটকের আদি বাসিন্দা ছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার সাতবাহনদের প্রাচীনতম অভিলেখগুলি পাওয়া গেছে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম দিকে, নাসিক, নানেঘাট অঞ্চলে। পুরাণে অন্ধ্রভৃত্যদের রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুর/ পৈঠান মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলা, পৈঠানের টলেমির ভূগোলেও তার সমর্থন মেলে। নেভাসার প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত সাতবাহনদের নামাঙ্কিত মুদ্রাসমূহ থেকেও প্রমাণিত হয় নেভাসা ও তার সংলগ্ন মধ্য-দাক্ষিণাত্য এলাকার ওপর আদি সাতবাহন শাসকদের অধিকার ছিল। — রায়চৌধুরী, হেমচন্দ্র, *পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া,* তদেব, পৃ. ২৫৭ - ৬৩

৪. জয়সোয়াল, কে. পি. অ্যান্ড ব্যানার্জি, আর. ডি., 'দ্য হাতিগুম্ফা ইনস্ক্রিপশন অফ খারবেল', *এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা,* ভলিয়্যুম ২০, নং ৭, পৃ. ৭৪ ও ৭৯

৫. সরকার, দীনেশ চন্দ্র, 'নানাঘাট কেভ ইনস্ক্রিপশন অফ নাগনিকা (?)', *সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস্ বিয়ারিং অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন,* ভলিয়্যুম ১, নং ৮২, পৃ. ১৮৬-৯০। [নানেঘাট/ নানাঘাট গিরিপথের ওপরে একটি গুহাতে আদি

ব্রাহ্মীলিপিতে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষভাগে সাতবাহন রাজ্ঞী নাগনিকার অনুষ্ঠিত বিভিন্ন যজ্ঞের দক্ষিণা দানের বিজ্ঞপ্তি নানাঘাট শিলালিপি।]

নায়নিকার নানাঘাট গুহালিপির মূল প্রাকৃত অংশের বঙ্গাক্ষরিত রূপ –

১। [সিধং] ...নো ধংমস নমো ঈদস নমো সংকংসন-বাসুদেবানং চংদ-সূরানং [মহি] মা [ব] তানং চতুং নং চং লোকপালানং যম-বরুন-কুবের-বাসবানং নমো (।।*) কুমারবরস [বেদি] সিরিস র [ঞো],

২। ...বীরস সূরস অ-প্রতিহত-চকস দখি [নপ*] ঠ-পতিনো*...

৩। [মা]... [বালা*]য মহারঠিনো অংগিয-কুল-বধনস সগর-গিরিবর-বল[যা]য পথবিয পথম বীরস বস য ব অলহ ষংতঠ ?)... সলসু মহতো মহ...

৪। সিরিস... ভারিযা(য*) দেবস পুতদস বরদস কামদস ধনদস [বেদি] সিরি-মাতু(য*) সতিনো সিরিমতস চ মাতু[য]সীম...

৫। বরিয... [না]গবর-দযিনিয মাসোপবাসিনিয গহ-তাপসায চরিত-ব্রহ্মচরিযায দিখ-ব্রত-যংঞ-সংডায যঞা হুতা ধূপন-সুগংধা য নিয...

৬। রাযস... [য*]ঞেহি যিঠং (।*) বনো। অগাধেয যংঞো দ[খি]না দিনা গাবো বারস ১০ (+*)২ অসো চ ১(।*) অনারভনিযো যংঞো দখিনা ধেনু...

৭। ...দক্ষিনাযো দিনা গাবো ১০০০ (+*) ১০০ হাথী ১০...

৮। ...স সসতরয [বা]সলঠি ২০০ (+*) ৮০(+*) ৯ কুভিযো রুপামযিযো ১০(+*)৭ ভি...

৯। ...রিকো যংঞো দখিনাযো দিনা গাবো ১০০০০(+*) ১০০০ অসা ১০০০ পস [পকো*]...

১০। ...১০ (+*) ২ গভবরো ১ দখিনা কাহাপনা ২০০০০ (০*) ৪০০০ (+*) ৪০০ পসপকো কাহাপনা ৬০০০। রাজ [সূযো যংঞো *]....সকটং

১১। ধংঞগিরি-তংস-পযুতং ১ সপটো ১ অসো ১ অস-রথো ১ গাবীনং ১০০ (।*) অসমেধো যংঞো বিনিযো [যি*]ঠো দখিনাযো [দি]না অসো রুপালং[কা]রো ১ সুবংন...নি ১০ (+*)২ দখিনা দিনা কাহাপনা ১০০০০ (+*) ৪০০০ গামো ১ [হঠি]... [দখি]না দি [না]

১২। গাবো...সকটং ধংঞগিরি-তস-পযুতং ১ (।*) বোযো যংঞো... ১০ (+*)৭ [ধেনু?]...বায...সতরস

১৩। ...১০ (+*)৭ অচ...ন...লয...পসপকো দি[নো]...[দখি] না দিনা সু...পীনি ১০(+*) ৩ অ(?)সো রুপ[আলং]কারো ১ দখিনা কাহাপ[না] ১০০০০...২

১৪। ...গাবো ২০০০০ [।*] [ভগল]-দসরতো যংও যি[ঠো] [দক্ষিনা] [দি]না [গাবো] ১০০০০। গর্গতিরতো যঞো যিঠো [দখিনা]...পসপকো পটা ৩০০। গবামযনং যংঞো যিঠো [দখিনা দিনা] গাবো ১০০০ (+*) ১০০।......গাবো ১০০০ (+*) ১০০(?) পসপকো কাহাপনা...পটা ১০০ (।*) অতুযামী যংঞো.....

১৫। ...[গ]বামযনং য[ঞো] দখিনা দিনা গাবো ১০০০ (+*) ১০০। অংগিরস[সা]মযনং যংঞো যিঠো [দ]খিনা গাবো ১০০০ (+*) ১০০। ত... [দখিনা দি] না গাবো ১০০০ (+*) ১০০। সতাতিরতং যংঞো... ১০০ (।*) [যং] ঞো দখিনা গ[গা] [বো] ১০০০ (+*) ১০০ (।*) অংগিরস [তি]রতো যংঞো যিঠো [দখি]না গা[বো]...(।*)...

১৬। ...[গা] বো ১০০০ (+*) ২ (।*)ছন্দোমপ[ব]মা [নতিরত] দখিনা গাবো ১০০০। অং[গি]র [সতির] তো যং[ঞো] [যি]ঠো দ[খিনা]... (।*) ...রতো যঠো যজ্ঞো দখিনা দিনা (।*) তো যংঞো যিঠো দখিনা...(।*)...যঞো যিঠো দখিনা দিনা গাবো ১০০০।

১৭। ...ন স সযং...দখিনা দিনা গাবো ত...[।*] [অং] গি [রসা] মযনং ছবস...[দখি]না দিনা গাব ১০০০...(।*) ... [দখিনা] দিনা গাবো ১০০০। তেরস... অ...(।*)

১৮। ...(।*) তেরসরতো স...ছ...[আ]গ-দখিনা দিনা গাবো...(।*)...দসরতো ম...[দি] না গাবো ১০০০০। উ... ১০০০০। দ...

১৯। ...[যং] ঞো দখিনা দি[না]...

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 924 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২০। ... [দ]খিনা দিনা...

নায়নিকার নানাঘাট শিলালিপির মূল প্রাকৃত অংশের সংস্কৃত রূপ —

--সিদ্ধম্।। [প্রজাপতয়ে] ধর্মায় নমঃ, ইন্দ্রায় নমঃ, সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবাভ্যাং, চন্দ্রসুরাভ্যাং (সূর্যাভ্যাং) মহিমব্যাং, চতুর্জঃ চ লোকপালেভ্যঃ যম-বরুণ-কুবের-বাসবেভ্যঃ নমঃ।। কুমার-বরস্য বেদিশ্রিয়ঃ রাজ্ঞঃ...বীরস্য শূরস্য অপ্রতিহতচক্রস্য দক্ষিণাপথপতেঃ...[রাজ্ঞঃ শিমুকসাতবাহনস্য স্নুষয়া]...বালযা (=কন্যযা) মহারথিনঃ অঙ্গিক-কুল-বর্দ্ধনস্য, সাগর-গিরিবর-বলযাযাঃ পৃথিব্যাঃ প্রথমবীরস্য...[শাতকর্ণি]-শ্রিয়ঃ ভার্যযা দেবস্য পুত্রদস্য বরদস্য কামদস্য ধনদস্য বেদিশ্রিযঃ-মাত্রা, শক্তে শ্রীমতঃ (=শক্তিশ্রিয়ঃ) চ মাত্রা...নাগবর-দাযিন্যা, মাসোপবাসিন্যা, গৃহ-তাপস্যা, চরিত-ব্রহ্মচর্যযা, দীর্ঘ-ব্রত-যজ্ঞ-শৌণ্ডযা যজ্ঞাঃ হুতাঃ ধূপন-সুগন্ধাঃ (=সুগন্ধ-দ্রব্যাহুত্যা সুগ-ন্ধীকৃতাঃ...রাজ [শ্রীশাতকর্ণিনা সহ] ...যজ্ঞৈঃ ইষ্টম্। [তেষাং] বর্ণঃ (=বর্ণনা= বিবরণম)-অগ্ন্যাধেযঃ যজ্ঞং, দক্ষিণা দত্তা গাবঃ দ্বাদশ ১২, অশ্বঃ চ [একঃ] ১। অনালম্ভণীযঃ যজ্ঞঃ, দক্ষিণা... ।... দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১৭০০, হস্তিনঃ ১০ বংশ-যষ্ট্যঃ ১৮৬, কুম্ভ্যঃ রৌপ্যময্যঃ ১৭...। ...রিকঃ যজ্ঞঃ, দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১১০০০, অশ্বাঃ ১০০০, প্রসর্পকঃ (=যজ্ঞ-দর্শকাদি জনাঃ তেভ্যঃ দানম্)... [যজ্ঞঃ...দক্ষিণা দত্তা] ১২, গ্রামবরঃ ১২, দক্ষিণা কার্ষাপণানি ৪৪০০, প্রসর্পকঃ কার্ষাপণানি ৬০০০। রাজসূয়ঃ যজ্ঞঃ...শকটং...ধান্যগিরি-তংস-প্রযুক্তং (বিশালধান্যস্তূপস্য বহন-মোচন-বিনিযুক্তং), সৎপট্টম্ ১, অশ্বঃ ১, অশ্বরথঃ ১, গবীনাং [শতং] ১০০। অশ্বমেধঃ যজ্ঞঃ দ্বিতীয়ঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা দত্তা... অশ্বঃ [১], রৌপ্যালঙ্কারঃ ১, সুবর্ণা [লঙ্কারাঃ] ১২, দক্ষিণা দত্তা কার্ষাপণানি ১৪০০০, গ্রামঃ ১, হস্তী [১]...। ... [যজ্ঞঃ] দক্ষিণা দত্তা গাবঃ [৬০০০], শকটং ধান্যগিরিতংস-প্রযুক্তং ১... বাযঃ (?) যজ্ঞঃ [দক্ষিণা দত্তা]... ১৭...।... সপ্তদশা [তিরাত্রঃ যজ্ঞঃ দক্ষিণা দত্তা]...১৭... প্রসর্পকঃ দত্তঃ.......(যজ্ঞঃ) দক্ষিণা দত্তা...১২, অশ্বঃ [১], রৌপ্যালঙ্কারঃ ১, দক্ষিণা কার্যাপণানি ১০০০০... গাবঃ ২০০০০। ভগাল-দশরাত্রঃ যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১০০০০। গর্গাতিরাত্রঃ যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা... প্রসর্পকঃ পট্টানি ৩০০। গবামযনং যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১১০০...। গাবঃ ১১০০, প্রসপকঃ কার্যাপণানি...পট্টানি ১০০। আপ্তোর্যামঃ যজ্ঞঃ...। গবামযনং যজ্ঞঃ, দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১১০০। অঙ্গিরসামযনং যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা গাবঃ ১১০০।... দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১১০০। শতাতিরাত্রঃ যজ্ঞঃ... ১০০...। ... যজ্ঞঃ, দক্ষিণা গাবঃ ১১০০। আঙ্গিরসাতিরাত্রঃ যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা গাবঃ...। ... গাবঃ ১০০২। ছন্দোমপবমানাতিরাত্রঃ [যজ্ঞঃ], দক্ষিণা গাবঃ ১০০০। আঙ্গিরসাতিরাত্রঃ যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা...। ...রাত্রঃ ইষ্টঃ যজ্ঞঃ, দক্ষিণা দত্তা...।... রাত্রঃ যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা...। ... যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১০০০...। [যজ্ঞঃ ইষ্টঃ], দক্ষিণা দত্তা গাবঃ...। ... অঙ্গিরসামযনং ষড়বর্ষং... দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১০০০। ... [যজ্ঞঃ], দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১০০০...। ...ত্রয়োদশ [রাত্রঃ যজ্ঞঃ, দক্ষিণা দত্তা]...। ত্রয়োদশরাত্রঃ... অগ্র্যদক্ষিণা দত্তা গাবঃ...। ... দশরাত্রঃ... [দক্ষিণা] দত্তা গাবঃ ১০০০০. ...যজ্ঞঃ, দক্ষিণা দত্তা ...। ... দক্ষিণা দত্তা...।।

— সরকার, দীনেশ চন্দ্র, ‘নানাঘাট কেভ ফিগার-লেভেল ইনস্ক্রিপশনস্ অফ দ্য টাইম অফ সাতকর্নি-১’, *সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস্ বিয়ারিং অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন,* ভলিয়্যুম ১, নং ৮১, পৃ. ১৮৪ - ৮৫

নায়নিকার নানাঘাট কেভ ফিগার-লেভেল ইনস্ক্রিপশনস্-এর মূল প্রাকৃত অংশের বঙ্গাক্ষরিত রূপ—

‘রাযা সিমুক-সাতবাহ... নো সিরিমাতো...দেবি-নাযনিকায রনো...চ সিরি-সাতকনিনো...কুমারো ভা...য...মহারঠি ত্রনকযিরো...কুমরো হকুসিরি ...কুমরো সাতবাহানো’ — এই লিপি থেকে বোঝা যায় সিমুক কিংবা সাতকর্ণী পরিবারের রাণী ছিলের নাগনিকা/ নায়নিকা।

৬. শর্মা, আর. এস., ’সাতবাহন পলিটি’, *প্রসিডিংস অফ দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস,* ভলিয়্যুম ২৮, ১৯৬৬, পৃ. ৮১ - ৯৩

৭. সরকার, দীনেশ চন্দ্র, ‘নানাঘাট কেভ ইনস্ক্রিপশন অফ নাগনিকা(?)’, তদেব, পৃ. ১৮৬ - ১৮৭

৮. তদেব, পৃ. ১৮৭

৯. তদেব, পৃ. ১৮৭

১০. তদেব, পৃ. ১৮৭ - ৮

১১. সরকার, দীনেশ চন্দ্র, ‘নাসিক কেভ ইনস্ক্রিপশনস্ অফ গৌতমিপুত্র সাতকর্ণি-১’,*সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস্ বিয়ারিং অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন,* ভলিয়্যুম ১, নং ৮৩, পৃ. ১৯১ - ৪

১২. বৃষ্ণি বীরদের একজন বলরাম সংকর্ষণ বা প্লাউয়ার নামে পরিচিত। বৃষ্ণিবংশে জাত মানব হয়েও অসামান্য কীর্তির দ্বারা ক্রমে পূজ্য হয়েছেন।

১৩. বসুদেবের পুত্র বাসুদেব কৃষ্ণকে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪. লোকপালেদের মধ্যে যম দক্ষিণের, বরুণ পশ্চিমের, কুবের উত্তরের ও বাসব পূর্বের রক্ষাকর্তা।

১৫. দক্ষিণাপথপতি যে রাজাকে নাগন্নিকার শ্বশুররূপে জানা যাচ্ছে তিনি দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে সিমুক, সাতকর্ণির পিতা। কারো কারো মতে ইনি সিমুকের ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী কৃষ্ণও (কন্ন) হয়ে থাকতে পারেন।

১৬. অঙ্গিককুলের/ পরিবারের শ্রীবৃদ্ধিকারী।

১৭. এরাই কি মারাঠি? বিষয়টি অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

১৮. এখানে স্পষ্টত প্রথম সাতকর্ণির কথাই উঠে আসে।

১৯ এর অন্য অর্থ হতে পারে হতে পারে পুত্রদায়ী।

২০.. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরির মতে খন্দসিরি অর্থাৎ স্কন্দশ্রী।

২১. নাগন্নিকার পরিচয় দেবার ক্রমটি লক্ষণীয় প্রথমে পুত্রবধূ রূপে, তারপর কন্যা রূপে, তারপর পত্নী ও শেষে জননী রূপে।

২২. হাতির অপর নাম হল নাগ; সুতরাং শ্রেষ্ঠ হস্তী দানকারিণী হতে পারে যেহেতু এটি যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্কিত।

২৩. অর্থাৎ যিনি একমাস ধরে উপবাস পালন করেন।

২৪. যিনি পুরো এক মাস উপবাস করেছিলেন, যিনি বাড়িতে একজন তপস্বীর মতো থাকতেন, যিনি পবিত্র ছিলেন, যিনি দীক্ষা অনুষ্ঠান, মানত এবং নৈবেদ্য, বলিদানের সাথে ভালভাবে পরিচিত। বোঝাই যাচ্ছে নাগনিকা নিজের এবং পরিবারের প্রশস্তি লিখেছেন।

২৫. এই অনুষ্ঠানে কাঠ বা পাথর ঘষে সৃষ্টি অগ্নিকে যজ্ঞকুণ্ডে মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা স্থাপন করা হয়। কেবল বিবাহিত গৃহস্থর (গৃহপতি) এই অগ্নি স্থাপনের অধিকার আছে। সপত্নীক গৃহস্থের যথাবিধি এই অগ্নিপ্রতিষ্ঠা কর্মই অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয নামে পরিচিত। বিভিন্ন প্রকার সংকল্প রেখে এটা করা হয়। যেমন-আজীবন অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান, দশপূর্ণমাস অনুষ্ঠান, সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান ইত্যাদির সংকল্প। এই অনুষ্ঠান সফল হলে গৃহস্থ যাবতীয় শ্রৌত কর্মের অধিকার লাভ করেন।

২৬. দশপূর্ণমাসের শুরুতে (বসন্তে) বছরে একবার এই যজ্ঞ হয়। অমাবস্যার প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমার প্রতিপদ এবং পূর্ণিমার প্রতিপদ থেকে অমাবস্যার প্রতিপদ পর্যন্ত (মলমাস বাদ দিয়ে) প্রতিমাসে অনুষ্ঠেয়। এখানে পর পর তিনটি প্রধান যজ্ঞ করা হয়। আধানকর্মের শুরুতে একবার অনুষ্ঠেয় ইষ্টিই অন্বারম্ভণীয নামে পরিচিত। এই ইষ্টির দেবতারা হলেন সরস্বতী, সরস্বান্, অগ্নি ও ভগী।

২৭. রাজ্যে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ এটি যা রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রমাণ। বহু ইষ্টিযজ্ঞ, দুটি পশুযজ্ঞ, সাতটি দর্বিহোম, ছটি সোমযজ্ঞের সমষ্টি এই রাজসূয়। একবছরের কিছু বেশি সময় চলে এই যজ্ঞ। ফাল্গুনের শুক্ল প্রতিপদে এটি শুরু হয়।

২৮. কচ্ছত্র সার্বভৌম রাজা, যাঁর অধীনে সামন্ত রাজারা থাকেন, তাঁরাই এই যজ্ঞ করেন। শ্রৌতকর্মসমূহের মধ্যে এই যজ্ঞ প্রধান। এটি সোমযজ্ঞ এবং ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক নাশ করে। বহু গ্রাম্য ও আরণ্য পশু এই যজ্ঞের অঙ্গ। যার মধ্যে প্রথম ও প্রধান অশ্ব এবং তার শরীরের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ, পশ্চাদেশ শ্বেতবর্ণ, ললাটে শকটাকার পুণ্ড্র। এর পিতামাতাকে একাধিকবার সোমরস পান করানো হয়েছে এবং এরও জন্মমাত্র জলপানের আগেই সোমরস পান করানো হয়েছে।

২৯. দশপূর্ণমাসের প্রকৃতি যজ্ঞের তিনটি রূপ হল—একাহ, সাহ্ন ও সত্র। সাহ্ন পর্যায়ে যে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ হয় তার একটা হল অতিরাত্র। স্থান-কাল-পাত্রাদি ভেদে সপ্তদশাতিরাত্র, ভগালদশাতিরাত্র, গর্গাতিরাত্র, শতাতিরাত্র, আঙ্গিরসাতিরাত্র, ছন্দোমপবমানাতিরাত্র, ত্রয়োদশরাত্র ইত্যাদি সংজ্ঞাগুলি প্রতিপত্তি।

৩০. বছরের ১৩তম দিন থেকে সারাবছর অনুষ্ঠানের নাম গবাময়ন। একে সত্র বলা হয়। দিনভেদে এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য নানারূপ হয়।

৩১. জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের সাতটি সংস্থা অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম।

৩২. ছন্দোম হল সামবেদসংহিতার ছন্দোমমন্ত্রপ্রতীকপাদের এক সংজ্ঞা। আর পবমান হল বারোটি স্তোত্রের একটি।

৩৩. এটি একপ্রকার অনুষ্ঠান যা অঙ্গিরস্ দেবতাদের উদ্দেশে করা হয়। ছ'দিন পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান করা যায় বলে একে ষড়হযজ্ঞ বলা হয়। দুই থেকে বারো দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকে সাহ্ন বলা হয়। একদিনের অনুষ্ঠানকে অহীন বলা হয়।

—ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, *যজ্ঞ-কথা,* প্রাচি পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪০২

—শাস্ত্রী, এ. চিন্নাস্বামী, *যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ,* সম্পাঃ. পি.এন. পট্টভিরামস্ত্রী, মতিলাল বানার্সিদাস পাবলিকেশন, দিল্লি, ১৯৯২

৩৪. সরকার, দীনেশ চন্দ্র, 'নানাঘাট কেভ ফিগার-লেভেল ইনস্ক্রিপশনস্ অফ দ্য টাইম অফ সাতকর্নি-১', *সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস্ বিয়ারিং অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন,* ভলিয়্যুম ১, নং ৮১, পৃ. ১৮৪-৮৫

৩৫. আলতেকার, এ এস, দ্য পজিশন অফ উইমেন ইন হিন্দু সিভিলাইজেশন, ফ্রম প্রিহিস্টোরিক টাইমস্ টু দ্য প্রেজেন্ট ডে, মতিলাল বানার্সিদাস, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ১৮৭